Islami Ain O Bichar
Vol. 18, Issue: 69 & 70
January-March, April-June 2022

বাংলাদেশে আত্মহত্যার কারণ ও এর প্রতিকারে প্রচলিত আইন ও ইসলামী বিধান : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

Causes of Suicide in Bangladesh : A Comparative Review of the Conventional and Islamic Laws on the Remedies

Masudur Rahman*

Abstract

Suicide not only takes a life but also affects the lives of each and every member of the society, severely injures the family, society and the state. Recently, the trend of suicide in Bangladesh is increasing at an alarming rate. Suicide is spreading like an epidemic among school-college-university students and youths who are the future driving force of the state. The increasing trend of suicide is hindering the educational cultural and socio-economic development of the country. Although various initiatives have been taken, legislation and policies have been implemented to prevent the suicide, the rate of success remains very poor. This article endeavours to study the causes of suicide in Bangladesh and the role of conventional and Islamic laws regarding the prevention of suicide. The author has applied qualitative, descriptive and analytical methods of research to produce this write-up. This research concludes that it is possible to reduce the suicide rate by increasing religious values, such as trust in Allah (SWT), belief in predestination (al qadr), adherence to Islamic injunctions, and fear of punishment in the hereafter.

Keywords: Suicide, Causes, Remedies, Conventional Law, Islamic Law.

সারসংক্ষেপ

আত্মহত্যা একটি জঘন্য অপরাধ, যা শুধু একটি প্রাণই কেঁড়ে নেয় না বরং তা সমাজের প্রতিটি মানুষের প্রাণে আঘাত করে, মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে আত্মহত্যার প্রবণতা আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণ যুব-সমাজ যারা রাষ্ট্রের ভবিষ্যত চালিকা শক্তি তাদের মাঝে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ছে আত্মহত্যা। আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধিতে দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ,

* Masudur Rahman is a Lecturer (Part-time) at Asian University of Bangladesh and M.Phil Researcher, Department of Islamic Studies, Jagannath University, Dhaka, Bangladesh. Email: anmdrn.ksbd@gmail.com

আইন প্রণয়ন ও নীতিমালা প্রয়োগ করা হলেও তা সফল হচ্ছে না, বিধায় "বাংলাদেশে আত্মহত্যার কারণ ও এর প্রতিকারে প্রচলিত আইন ও ইসলামী বিধান: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা" বিষয়ে গবেষণার জন্য এ প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। এ গবেষণাকর্মে গুণাত্মক তথা বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, আত্মহত্যা প্রতিকারে ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ তথা আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থা, তাক্বদীরে বিশ্বাস, ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা, পরকালে শাস্তির ভয় ইত্যাদির মাধ্যমে আত্মহত্যার হার কমিয়ে আনা সম্ভব।

মূলশব্দ: আত্মহত্যা, কারণ, প্রতিকার, প্রচলিত আইন, ইসলামী বিধান

ভূমিকা (Introduction)

সম্প্রতি বাংলাদেশে আত্মহত্যার প্রবণতা আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিম্নবিত্ত থেকে শুরু করে উচ্চবিত্ত পরিবারগুলোতেও আত্মহত্যা জনিত ঘটনা প্রায়ই সংগঠিত হচ্ছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণ যুব-সমাজের মাঝেও আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। আত্মহত্যা (Suicide) বলতে 'একজন নর কিংবা নারী কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে নিজের জীবন বিসর্জন দেওয়া বা স্বেচ্ছায় নিজের প্রাণনাশ করাকে' বোঝায়। এটি তার নিকটাত্মীয়, পরিবার, বন্ধু ও প্রতিবেশীদের উপর এক ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলে এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় গোটা দেশ ও জাতি। জীবন-মৃত্যু সবকিছুর মালিক আল্লাহ্‌। অতএব কেউ যদি পারিবারিক ও সামাজিক অবক্ষয়জনিত কারণে স্বাভাবিক মৃত্যুকে না মেনে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়, আল্লাহ্‌র কাজটি নিজের হাতে তুলে নিয়ে নিজের মৃত্যু ঘটায় তবে সে অনধিকার চর্চা করল। এতে আল্লাহ্‌ অসন্তুষ্ট হয়ে তার জন্য কঠিন শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন। এ জঘন্য কর্মটি সংঘটিত হওয়ার পেছনে সাধারণত যে সকল কারণ পরিলক্ষিত হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো- বিষণ্নতা বা হতাশা, অধিক প্রাপ্যের আকাঙ্ক্ষা ও সীমাতিরিক্ত ক্রোধ। এছাড়াও মানুষের মধ্যে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা ও মানসিক বেদনা ও অর্থনৈতিক দৈন্য বেড়ে গেলে চরম হতাশা কাজ করে। হতাশাই নিজের মধ্যে নেতিবাচক ধারণাগুলো তৈরি করে। এক পর্যায়ে মানুষ আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে আত্মহত্যা করে। ধর্মীয় ও আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মহত্যা একটি মারাত্মক অপরাধ হলেও আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মহত্যাকারীকে আইনের আওতায় আনার কোন সুযোগ না থাকায় আত্মহত্যায় প্ররোচনা দানকারীর জন্য রয়েছে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি। আত্মহত্যার পূর্বলক্ষণ পরিলক্ষিত হলে তাকে সামাজিক ও পারিবারিকভাবে এই পথ থেকে ফিরিয়ে আনার বিভিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ, আইন প্রণয়ন ও নীতিমালা প্রয়োগ করা হলেও তা যথার্থভাবে সফল হচ্ছে না বিধায় আত্মহত্যার কারণ নির্ণয় ও ইসলামের দৃষ্টিতে এর প্রতিকারে করণীয় বিষয়ে গবেষণার জন্য এ প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, আত্মহত্যা প্রতিকারে ধর্মীয় মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ, বিপদে ধৈর্য ধারণ, ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা, আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থা রাখা, তাক্বদীরে বিশ্বাস করা, পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করা, পরকালে শাস্তির ভয় করা ইত্যাদির মাধ্যমে আত্মহত্যার হার কমিয়ে আনা সম্ভব।

আত্মহত্যার সমকালীন চিত্র

সম্প্রতি বাংলাদেশে আত্মহত্যার প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, এমনকি তা মহামারী আকার ধারণ করেছে। আরও উদ্বেগের বিষয় হলো, বাংলাদেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আত্মহত্যার হার আশংকাজনকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মানসিক রোগ বিভাগের রেজিস্ট্রার, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. রাইসুল ইসলাম পরাগ উল্লেখ করেন, পৃথিবীতে প্রতি বছর দশ লাখেরও বেশি মানুষ আত্মহত্যা করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, আত্মহত্যা প্রবণতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে দশম। বাংলাদেশে প্রতি বছর কমপক্ষে ১৩ হাজার থেকে ১৪ হাজার মানুষ আত্মহত্যা করে। গত এক যুগে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, এই হার প্রতিনিয়ত বাড়ছে। ২০১৯-২০ করোনার সময়ে বাংলাদেশে আত্মহত্যা করেছে ১৪ হাজার ৪৩৬ জন' (Nayadiganta, Sep.11, 2021)। বাংলাদেশ পুলিশ হেড কোয়ার্টারের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৭ সালে বাংলাদেশে আত্মহত্যার সংখ্যা ছিল ১১ হাজার ৯৫টি। আর ২০১৬ সালে এর সংখ্যা ছিল ১০ হাজার ৬০০, ২০১৫ সালে ১০ হাজার ৫০০ এবং ২০১৪ সালে তা ছিল ১০ হাজার ২০০টি। এ তথ্য থেকে বোঝা যায়, প্রতি বছরই আত্মহত্যার ঘটনা বাড়ছে এবং গড়ে প্রতিদিন ৩০ জন করে আত্মহত্যা করছে (Nayadiganta, Feb.22, 2019)। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী- প্রতি ৪০ সেকেন্ডে বিশ্বের কোথাও না কোথাও কেউ না কেউ আত্মহত্যা করছে। বছরে প্রায় আট লাখ মানুষ আত্মহত্যা করে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) গত ১৮/০২/২০২১ তারিখে একটি উদ্বেগজনক তথ্য উপস্থাপন করেছে। সেখানে দেখা যায়, পুরো ২০২০ সালটি ছিল কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের বছর। বিশ্বব্যাপী এতো মৃত্যুর মিছিল আর কোনো মহামারীতে দেখা যায়নি কখনো। বি.বি.এস. বলেছে, ২০২০ সালে জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৫ হাজার ২ জন। কিন্তু বিস্ময়করভাবে উক্ত নয় মাসে আত্মহত্যায় মারা গেছেন ১১ হাজার মানুষ। অর্থাৎ করোনার চাইতে আত্মহত্যায় মৃত্যুর হার দ্বিগুণ। 'জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট' প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী দেশে গত চার বছরে প্রতিদিন গড়ে ২৮ জন মানুষ আত্মহত্যা করেছে (jagonews24.com, Feb.4, 2022)। আত্মহত্যার কারণে অনেক ছেলে মেয়ে এতিম হয়ে যাচ্ছে, বহু পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে হারাচ্ছেন, স্বামী তার স্ত্রীকে হারাচ্ছেন, স্ত্রী তার স্বামীকে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মেধাবী শিক্ষার্থীকে হারাচ্ছে, দেশ মেধাশূন্য ও জাতি বুদ্ধিজীবী হারা হতে চলেছে। আত্মহত্যার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি বড় সমস্যা।

উক্ত সমস্যার সমাধানকল্পে ইসলামী বিধান ও প্রচলিত আইনের দৃষ্টিতে করনীয় নির্ধারণে এ প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

প্রবন্ধটির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে জানুয়ারী ২০২০ থেকে জুন ২০২২ সময়ে বাংলাদেশের ১০টি জেলার ৩০টি ভুক্তভোগী পরিবারকে টার্গেট করে ১৫টি ভুক্তভোগী

পরিবারের সদস্যগণের নিকট থেকে উন্মুক্ত প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে (প্রশ্নমালা সংযুক্ত), অত্র গবেষণায় যা V1, V2, V3…V15 হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং ১৫টি ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যগণের সরাসরি সাক্ষাতকার গ্রহণ করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে, অত্র গবেষণায় যা V16, V17, V18…V30 হিসেবে দেখানো হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে ৫ জন সমাজবিজ্ঞানীর সাক্ষাৎকার যা অত্র গবেষণায় SC1, SC2, …SC5 হিসেবে দেখানো হয়েছে ও ৮ জন ইসলামী স্কলারের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করা হয়েছে (প্রশ্নমালা সংযুক্ত) যা অত্র গবেষণায় IS1, IS2, … IS8 হিসেবে দেখানো হয়েছে। তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে কুরআন সুন্নাহ্র পাশাপাশি দ্বৈতয়িক উৎস হিসাবে আত্মহত্যা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বই-পুস্তক, রচনা-প্রবন্ধ, দৈনিক সংবাদপত্র, বুলেটিন ও সাময়িকীর সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিশেষে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ও বিশেষজ্ঞগণের মতামতের ভিত্তিতে আত্মহত্যার কারণ নির্ণয় করা হয়েছে এবং কুরআন-হাদীস ও বিশিষ্ট ইসলামী স্কলারগণের মতামতের ভিত্তিতে আত্মহত্যা প্রতিকারে প্রচলিত আইনের পাশাপাশি ইসলামী বিধান প্রয়োগের পথ-পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

আত্মহত্যার সংজ্ঞা

আত্মহত্যার শাব্দিক অর্থ: নিজেকে হত্যা বা স্বেচ্ছায় নিজেই নিজের জীবননাশ করা। আত্মহত্যা এর আরবি প্রতিশব্দ ইনতিহার (اِنْتِحَارٌ), ইনতিহার শব্দটি انتحر এর মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ আত্মহত্যা করা, যেমন যখন বলা হয় انتحر الرجل তখন এর অর্থ হয় قتل نفسه নিজেকে হত্যা করল। ইবনে মানজুর বলেন- انتحر الرجل অর্থ نحر نفسه নিজেকে বলিদান করল (Ibn Manẓūr 2003, 5/75), اِنْتِحَارٌ এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Suicide যার অর্থ নিজেকে হত্যা করা বা The action of killing oneself intentionally। ইচ্ছা করে নিজেকে বধ করাই হলো আত্মহত্যা।

আত্মহত্যার পারিভাষিক অর্থ: قيام الإنسان بقتل نفسه بوعيه أو بدون وعي সচেনভাবে বা অচেতনভাবে কোন ব্যক্তি নিজেকে হত্যা করা ('Umar 2008, 3/2177)। আত্মহত্যার সংজ্ঞায় কুয়েত ফিক্বহী বিশ্বকোষে বলা হয়েছে- قتل الشخص نفسه بأي وسيلة كانت কোন ব্যক্তি যে কোন বস্তুর মাধ্যমে নিজেকে হত্যা করাই হলো আত্মহত্যা"(Al Mawsū'ah Al Fiqhiyah 1427h, 6/281)। বাংলাদেশের কোন আইনে আত্মহত্যার কোন সংজ্ঞা দেয়া হয়নি। ১৮৬১ সালের পেনাল কোডে বলা হয়েছে, 'Whoever attempt to commit suicide and does any act towards the commission of such offence, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both' (Penal Code-1861, section-309, P. 243) অর্থাৎ এখানে আত্মহত্যা প্রচেষ্টাকে অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করে তার জন্য শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এমনিভাবে প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষকে আত্মহত্যায় সহায়তা করা পেনাল কোড, ধারা-৩০৬) এবং শিশু ও অপ্রকৃতিস্থদের আত্মহত্যায় সহায়তা পেনাল কোড, ধারা ৩০৫) করার শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

আত্মহত্যার উপকরণ ও প্রক্রিয়া

আত্মহত্যা ভুক্তভোগী ৩০টি পরিবারের সদস্যগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে, বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর আত্মহত্যার ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে ও আত্মহত্যাজনিত বিভিন্ন সংবাদ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসের জায়গাগুলো দুর্বল হয়ে গেলে মানুষ অসহায় বোধ করে এবং এক পর্যায়ে বিভিন্ন উপকরণ ও প্রক্রিয়া অবলম্বনে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। তাছাড়া, আত্মঘাতী পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য আত্মহত্যার পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে, গলায় ফাঁস দিয়ে, বিষাক্ত কীটনাশক পান করে এবং আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে আত্মহত্যা।

বিশ্বের ৫৬টি দেশের অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, বেশিরভাগ দেশের মধ্যে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার পদ্ধতিটি সবচেয়ে সাধারণ পদ্ধতি, যার মধ্যে ৫৩% পুরুষ এবং ৩৯% মহিলা আত্মঘাতী ছিল। বিশ্বব্যাপী আত্মহত্যার ৩০% কীটনাশক বিষক্রিয়া থেকে ঘটে, যার অধিকাংশই উন্নয়নশীল বিশ্বে ঘটতে দেখা যায়। এই পদ্ধতির ব্যবহার ইউরোপের ৪% থেকে প্যাসিফিক অঞ্চলের ৫০%। মৃত্যুর হার পদ্ধতি অনুসারে পরিবর্তিত হয়: আগ্নেয়াস্ত্র ৮০-৯০%, পানিতে ডুবে ৬৫-৮০%, ৬০-৮৫% গলায় ফাঁস দিয়ে, ৪০-৬০% গাড়ি দুর্ঘটনা, ৩৫-৬০% লাফিয়ে, ৪০-৫০% পুড়িয়ে, কীটনাশক পান করে ৬-৭৫% ও ওষুধের মাত্রা বাড়িয়ে ১.৫%। চীনে কীটনাশক পান করা সবচেয়ে সাধারণ পদ্ধতি। জাপানে স্বতঃস্ফূর্ততা যা সেপুকু (বা হারা-কিরী) নামে পরিচিত এখনও ঘটে; যাইহোক, গলায় ফাঁস দিয়ে এবং জাম্পিং সবচেয়ে সাধারণ পদ্ধতি সেখানে। হংকং এবং সিঙ্গাপুরে জাম্পিং এর মাধ্যমে যথাক্রমে ৫০% এবং ৮০% আত্মহত্যা সম্পন্ন হয়। সুইজারল্যান্ডে অল্পবয়সী ছেলেদের মধ্যে আত্মহত্যার জন্য সর্বাধিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তবে এই পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেয়েছে যখন বন্দুকগুলি ব্যবহারের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আত্মহত্যার ৫৭% আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের সাথে জড়িত, এই পদ্ধতি মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যে কিছুটা বেশি। পরবর্তী সবচেয়ে সাধারণ কারণ পুরুষের মধ্যে গলায় ফাঁস দিয়ে এবং নারীদের মধ্যে বিষ পান করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৪০% আত্মহত্যা এই পদ্ধতিগুলোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত (Wikipedia)।

নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে আত্মহত্যার প্রক্রিয়ায় শীর্ষে অবস্থান করছে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা, যা প্রায় ৫০-৬০% নারী পুরুষ দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। তারপরই বিষপান বা কীটনাশক পান করে আত্মহত্যার ঘটনা যা প্রায় ৩০-৪০% ও অন্যান্য প্রক্রিয়া অবলম্বনে বাকী ১০% আত্মহত্যা সংঘটিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে আত্মহত্যার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রক্রিয়া হলো-

- **বিষ পান:** বিষাক্ত কোন পদার্থ পান করে, কীটনাশক অথবা ইঁদুরের ঔষধ আহার করে অথবা বিষাক্ত পদার্থ দিয়ে ইনজেকশন পুশ করে আত্মহত্যা করা (V6)।
- **ফাঁসিতে ঝুলা:** রশি দিয়ে গাছের সাথে ঝুলে অথবা বাসার ভেতরে সিলিং ফ্যানের সাথে ওড়না অথবা গামছা দিয়ে ঝুলে আত্মহত্যা করা (V16)।
- **পিস্তল, রাইফেল, শর্টগান দিয়ে গুলি করা:** গোপনে, নির্জনে পিস্তল, শর্টগান, রাইফেল ইত্যাদি দিয়ে গুলি চালিয়ে আত্মহনন অথবা প্রকাশ্যে জনসম্মুখে সংবাদ কর্মীদের সামনে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদিতে লাইভে এসে গুলি করে আত্মহত্যা করা।
- **অতিরিক্ত ঘুমের টেবলেট সেবন:** আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত ঘুমের ট্যাবলেট সেবন করে চির নিদ্রায় শায়িত হওয়া (SC3)।
- **অতিরিক্ত মাদক গ্রহণ:** অতিরিক্ত মাদক বা এলকোহল গ্রহণ করে আত্মহত্যা করা একটি প্রাচীন প্রক্রিয়া হলেও বর্তমানে তা অহরহ সংঘটিত হয়ে থাকে (V26)।
- **চলন্ত যানবাহনের নিচে ঝাঁপ দেয়া:** আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে চলন্ত ট্রেন, বাস বা গাড়ির নিচে চাপা পড়ে আত্মহত্যা করা অথবা নিজেই নিজের গাড়ি চালিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে অন্য একটি গাড়ির সাথে জোরে ধাক্কা লাগিয়ে আত্মহত্যা করা।
- **ধারালো অস্ত্র দিয়ে আত্মহুতি:** ধারালো ছুরি, তলোয়ার, চাকু, ক্ষুর ইত্যাদি গলায় চালিয়ে বা বুকে আঘাত করার মাধ্যমে আত্মহত্যা (IS2)।
- **বোমা বিস্ফোরণ:** অন্যকে হত্যা করতে গিয়ে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিজের জীবনকে শেষ করে দেয়া।
- **পাহাড় বা উঁচু ভবনের ছাদ থেকে লাফ দেয়া:** পাহাড় কিংবা উঁচু স্থান থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করা অথবা উঁচু ভবনের ছাদ থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করা।
- **সমুদ্রে বা নদীতে ঝাঁপ দেয়া:** আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে সমুদ্রে অথবা গভীর জলে ঝাঁপ দিয়ে জলে ডুবে আত্মহত্যা।

আত্মহত্যার কারণ

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হওয়া সত্ত্বেও এ দেশে আত্মহত্যার ঘটনা প্রায়ই সংঘটিত হচ্ছে। আত্মহত্যার প্রবণতা বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে বেশি। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মহত্যা একটি জঘন্য অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ কেন আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে তা উদ্ঘাটন করার জন্য গবেষক বিগত ২০২০-২০২২ সময়ে অনুসন্ধান চালিয়েছেন ঢাকা, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, নওগাঁ ও বগুড়াসহ বিভিন্ন বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায়, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষের। প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য সাক্ষাতকার নিয়েছেন পাঁচজন সমাজবিজ্ঞানীর ও ফোকাস গ্রুপ

ডিসকাশন করেছেন ৮ জন বিশিষ্ট ইসলামী স্কলারগণের সাথে। তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ ও আদিকাল থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত আত্মহত্যাজনিত বিভিন্ন ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, আত্মহত্যা বিভিন্ন কারণে সংঘটিত হয়ে থাকে যেমন-

(১) ধর্মীয়

ক. ধর্মীয় বিশ্বাসে দুর্বলতাঃ প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন তার ভাগ্যে যা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন তার ওপর এবং আল্লাহ্র ফায়সালায় সদা সন্তুষ্ট থাকবে, আর এই সন্তুষ্টিই তাকে যাবতীয় পাপাচার থেকে মুক্ত রাখবে। যখন ধর্মীয় বিশ্বাসে দুর্বলতা আসবে তখন আল্লাহ্ যে তার যাবতীয় কথা ও কাজ পর্যবেক্ষণ করছেন তা সে ভুলে যাবে এবং যে কোন পাপ কাজে অগ্রসর হতে দ্বিধা করবে না। (Al-Bishr, 2000, 399-400)

খ. বস্তুগত মূল্য মানুষের আধ্যাত্মিক মূল্যের চেয়ে বেশি হয়ে যাওয়াঃ বস্তুগত মূল্য যখন আধ্যাত্মিক মূল্যের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে তখনই মানুষের মনে আত্মহত্যাজনিত অপরাধ সংঘটিত করার প্রবণতা দেখা দেবে। (Al-Bishr, 2000, 399-400)

গ. আত্মহত্যাকারীর আল্লাহ কর্তৃক পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার বিষয়ে অজ্ঞতাঃ আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে বিপদ আপদ দিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন, তিনি আল-কুরআনে এরশাদ করেন- وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের (Al-Qurʾān: 2:155)।

ঘ. ধৈর্যশক্তি ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলাঃ কখনও কখনও মানুষের মধ্যে ধৈর্যশক্তি ও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা হারিয়ে যায়, তখন আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। (Al-Dabbāgh, 1988, P. 45)

ঙ. ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী ধারণার প্রসারঃ যেমন আখিরাত এর প্রতি অবিশ্বাস ও মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা বীরত্ব মনে করা, নাস্তিক ও বস্তুবাদীদের ধারণার প্রসার। (Nabi 1990, 659)

(২) সামাজিক

ক. সামাজিক বন্ধনের অনুপস্থিতিঃ গবেষণায় দেখা যায়, আত্মহত্যা প্রবণতা তরুণ-তরুণীদের মধ্যে বেশি। আর তরুণ-তরুণীরা আজকাল বিভিন্ন প্রকার ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসক্ত হয়ে সামাজিক বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে। যা তাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে আত্মহত্যার দিকে ধাবিত করছে।

খ. **পরিবেশ পরিবর্তন করে নতুন কোন সমাজে চলে যাওয়া, যেখানে সে একাকিত্ব বোধ করেঃ** যে পরিবেশে বড় হয়েছে সেই পরিবেশ ছেড়ে পড়ালেখার জন্য অথবা

কাজের জন্য অন্য কোন পরিবেশে গিয়ে নিজেকে মানিয়ে নিতে না পেরে এক ধরনের একাকিত্ব বোধ করে, যা থেকে মুক্তি লাভের জন্য আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। (Shuraim, 2009)

গ. মাদক ও অ্যালকোহল এর ব্যাপকতাঃ মাদক ও অ্যালকোহল এর সহজলভ্যতা ও ছড়াছড়ি যুবসমাজকে মাদকাসক্তির দিকে নিয়ে যায়। ফলে মাদকাসক্ত হয়ে প্রয়োজনীয় মাদক গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়ে অথবা মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটলে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়। (Al-Sharqāwī, 1991, P. 252)

ঘ. মিডিয়ায় সহিংসতার প্রচারঃ বিভিন্ন মিডিয়ায় সহিংসতা ও আত্মহত্যার প্রচার আত্মহত্যায় আকৃষ্ট করে। (Al Ṭawwāb, 2008)

ঙ. আত্মহত্যার উপকরণের সহজলভ্যতাঃ কীটনাশক, বিষ, আগ্নেয়াস্ত্র ইত্যাদির নীতিমালাহীন অবাধ বেচাকেনা হয়। ফলে অনেকেই সহজেই উপকরণগুলো পেয়ে যায় এবং আত্মহত্যার কথা চিন্তা করে।

চ. পারিবারিক অর্থনৈতিক সমস্যাঃ পারিবারিক অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অধিকাংশ আত্মহত্যা সংঘটিত হয়ে থাকে। (WHO, 2010)

(৩) মনস্তাত্ত্বিক কারণ

ক. বিষণ্নতা ও মানসিক বিভ্রাটঃ বিষণ্নতা ও মানসিক বিভ্রাট কখনও কখনও মানুষের মধ্যে এক ধরনের মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। চাপটা বেশি হয়ে গেলে কারো কারো মনে হয়, তিনি আর সমস্যার সমাধান করতে পারছেন না। পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছেন না। তখন জীবন থেকে পালানো বা আত্মহত্যার পথটাই তার কাছে সহজ মনে হয়।

খ. কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তি লাভঃ কঠিন ও প্রতিকুল অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের আশায় অনেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। (Shuraim 2009)

গ. হতাশা ও দুঃখ দুর্দশার অবসানের প্রচেষ্টাঃ হতাশা ও দুঃখ দুর্দশার অবসানের জন্য অনেকে আত্মহত্যা করে থাকে। (Shuraim 2009)

ঙ. দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টাঃ অনেকে যখন দেখে তার কোন ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক বিষয়ের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করানো প্রয়োজন অথবা অন্য কোন ব্যক্তির সাহায্যের প্রয়োজন তখন সে এমন প্রক্রিয়া অবলম্বন করে, যা তাকে আত্মহত্যার দিকে নিয়ে যায়, যেমন নির্দ্দিষ্ট কোন দাবী আদায়ে খাদ্য অনশন করা।

চ. অপরাধবোধ জাগ্রত হওয়াঃ অপরাধবোধ জাগ্রত হলে মানুষের আত্মহত্যার চিন্তা আসে। যেমন বাংলা সাহিত্যের প্রথম নারী কবি চন্দ্রাবতীর বাল্যবন্ধু জয়ানন্দের প্রেমিকা চন্দ্রাবতীকে বিয়ে না করে মুসলিম সুন্দরী কন্যা আসমানীকে বিয়ে করার অপরাধ বোধ জাগ্রত হয়ে আত্মহত্যা করা।

ছ. পারিবারিক বিচ্ছেদঃ পারিবারিক কলহের কারণে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ, সন্তান-পিতামাতার বিচ্ছেদ, ভাই-বোনের বিচ্ছেদ এবং বন্ধু বান্ধবের বিচ্ছেদও আত্মহত্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

জ. ভালবাসার বহিঃপ্রকাশঃ যেমন বাংলা সিনেমার চিত্রনায়ক সালমান শাহ্‌র প্রতি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশে অনেক যুবক যুবতীর আত্মহত্যা।

ঝ. প্রতিশোধঃ যখন কোন আপনজন থেকে কষ্ট পায়, সে পিতামাতা অথবা ভালবাসার মানুষ হতে পারে, তখন তার থেকে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

ঞ: পারিবারিক দ্বন্দঃ পারিবারিক দ্বন্দ নিরসনে কখনও কখনও আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। যেমন সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত এক ব্যক্তির পারিবারিক দ্বন্দ্বের ফলে তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে তার চায়ের দোকানে বসবাস করছে, এমতাবস্থায় স্ত্রীকে ঘরে ফেরাতে ব্যর্থ হয়ে তার নিজ ঘরে নিজেই নিজের কবর খুঁড়েছে।

আত্মহত্যা প্রতিরোধে প্রচলিত আইন

বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনে আত্মহত্যা কোন অপরাধ না হলেও আত্মহত্যার চেষ্টা করা ও আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেয়া দণ্ডনীয় অপরাধ। কেউ যদি আত্মহত্যা করেই ফেলে এবং মারা যায় তখন আইন অনুযায়ী তাকে আর শাস্তি দেয়া সম্ভব হয় না। তবে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে আইন তাকে ঠিকই সাজা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। আত্মহত্যা নয়, বরং আত্মহত্যায় সহায়তা, প্ররোচনা ও আত্মহত্যার প্রচেষ্টাকেই আইনে নিষিদ্ধ করে শাস্তির আওতায় এনেছে। কারণ আত্মহত্যাকারীর বাস্তব সত্ত্বা না থাকলেও তাকে সহায়তা, প্ররোচনাকারীর অস্তিত্ব রয়েছে। তাছাড়া আত্মহত্যায় ব্যর্থ ব্যক্তিটিও একজন বাস্তব ব্যক্তি। তাই তাকে শাস্তির আওতায় আনা সম্ভব।

বাংলাদেশের আইনে আত্মহত্যা প্রচেষ্টা সহায়তা, প্ররোচনার শাস্তি

ক) আত্মহত্যা প্রচেষ্টার শাস্তিঃ বাংলাদেশ দণ্ডবিধি বা পেনাল কোড-১৮৬০ অনুযায়ী আত্মহত্যার প্রচেষ্টাকে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। দণ্ডবিধির ৩০৯ ধারা মতে, যদি কোনো ব্যক্তি আত্মহত্যা করার উদ্যোগ নেয় বা আত্মহত্যার উদ্দেশে কোনো কাজ করে, তবে সে ব্যক্তি আত্মহত্যার প্রচেষ্টা করেছে হিসেবে ধরে নেয়া হবে। যেহেতু আত্মহত্যা প্রচেষ্টা একটি অপরাধ তাই ৩০৯ ধারা মতে উক্ত ব্যক্তি ১ বছর (এক বছর) পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে অথবা অর্থ দণ্ডে অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে (Hossain 1996, 243)।

খ) আত্মহত্যায় সহায়তা বা প্ররোচনাকারীর শাস্তিঃ আত্মহত্যায় সহায়তা বা প্ররোচনাকারীর শাস্তির বিধান দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ৩০৬ ধারায় বলা হয়েছে। এই ধারা অনুযায়ী কোন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষকে আত্মহত্যায় সহায়তা করা একই ধারায় বিবেচ্য বিষয়। উক্ত ব্যক্তি ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং জরিমানায় দণ্ডিত হবে (Hossain 1996, 241)।

গ) শিশুর বা উন্মাদ ব্যক্তির আত্মহত্যায় সহায়তা বা প্ররোচনা দান এর শাস্তির বিধানঃ একই আইনের ৩০৫ ধারা অনুযায়ী কোন শিশুর বা উন্মাদ ব্যক্তির আত্মহত্যায় সহায়তা বা প্ররোচনা দান এর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। যদি

আঠারো বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তি, কোন উন্মাদ ব্যক্তি, প্রলাপগ্রস্ত ব্যক্তি, নির্বোধ ব্যক্তি, বা কোন ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আত্মহত্যা করে, তবে যে ব্যক্তি এই আত্মহত্যায় সহায়তা বা প্ররোচনা দান করে, সে ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে অথবা অনধিক ১০ (দশ বৎসর) পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, এবং তদুপরি অর্থ দণ্ডেও দণ্ডিত হবে (Hossain 1996, 241)।

ঘ) নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে নারীর আত্মহত্যায় প্ররোচনা ইত্যাদির শাস্তিঃ নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের ৯ক ধারায় নারীর আত্মহত্যায় প্ররোচনার শাস্তির বিধান আলোচনা করা হয়েছে। কোন নারীর সম্মতি ছাড়া বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত (Willful) কোন কার্য দ্বারা সম্ভ্রমহানি হবার প্রত্যক্ষ কারণে কোন নারী আত্মহত্যা করলে উক্ত ব্যক্তি উক্ত নারীকে অনুরূপ কার্য দ্বারা আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করার অপরাধে অপরাধী হবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ১০ বছর (দশ বৎসর) কিন্তু অন্যূন ৫ বছর (পাঁচ বৎসর) সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হবে এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে (http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-835/section-32524.html)। এছাড়াও বাংলাদেশের প্রচলিত সাক্ষ্য আইন ১৮৭২ এর ৩২ ধারা অনুযায়ী, আত্মহত্যাকারীর রেখে যাওয়া সুইসাইড নোট প্ররোচনাদানকারীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে এক্ষেত্রে কেবলমাত্র সুইসাইড নোট এর উপর ভিত্তি করে কাউকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। সুইসাইড নোটের সমর্থনে আরো সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে (www.lawyersclubbangladesh.com, Jan.13, 2022)।

আত্মহত্যা সংক্রান্ত ইসলামী বিধি-বিধান

ইসলামী শরীয়াতে আত্মহত্যা করা হারাম বা নিষিদ্ধ। ইসলাম এটাকে একটি মহাপাপ ও অপকর্ম বলে মনে করে; কারণ এটি সেই জীবনের উপর আক্রমণ যা সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষকে দান করেছেন, এবং তাকে তা সংরক্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাই আত্মহত্যাকারী তার সৃষ্টিকর্তা তার আত্মা ও দেহকে সংরক্ষণ করার যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা লঙ্ঘন করে এবং নিজের প্রতি অবিচার করে। আত্মহত্যার ইসলামী বিধি-বিধানকে দুইভাগে ভাগ করা যায়, যথা- (১) ইহকালীন বিধান (২) পরকালীন বিধান।

(১) আত্মহত্যার ইহকালীন বিধান

(ক) আত্মহত্যাকারী কাফির নয় বরং আত্মহত্যা করা কবীরা গুনাহঃ যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করবে সে দীন ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ৭টি ধ্বংসাত্মক পাপের কথা বলেছেন তার মধ্যে আত্মহত্যাও এক প্রকারের হত্যা (Al-Bukhārī 1999, 458, 2766)। তবে আত্মহত্যা শিরকের পর সবচেয়ে বড় পাপ। আল কুরআনুল কারীমের সূরা আনআমে বলা হয়েছে- وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না, তবে যথার্থ কারণ থাকলে ভিন্ন কথা; (Al- Qur'ān ,

6:151) সূরা নিসায় বলা হয়েছে- وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا আর তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি দয়ালু (Al- Qur᾽ān:4:29)।

(খ) কারো নির্দেশে আত্মহত্যা: কারো নির্দেশে আত্মহত্যা করা হারাম। সাইয়িদুনা আলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَرِيَّةً وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ تُطِيعُونِى؟ قَالُوا بَلَى قَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيهَا فَجَمَعُوا حَطَبًا فَأَوْقَدُوا فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَّ ﷺ فِرَارًا مِنَ النَّارِ أَفَنَدْخُلُهَا؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبُهُ فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوفِ -

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল প্রেরণ করলেন এবং আনসারী ব্যক্তিকে তাঁদের আমীর নিযুক্ত করে সেনাবাহিনীকে তার আনুগত্য করার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি (আমীর) তাদের উপর ক্রুদ্ধ হলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তোমাদেরকে আমার আনুগত্য করার নির্দেশ দেননি? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের দৃঢ়ভাবে বলছি যে, তোমরা কাঠ সংগ্রহ করবে এবং তাতে আগুন প্রজ্বলিত করবে। এরপর তোমরা তাতে প্রবেশ করবে। তারা কাঠ সংগ্রহ করল এবং তাতে আগুন প্রজ্বলিত করল। এরপর যখন তারা প্রবেশ করতে ইচ্ছা করল, তখন একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। তাঁদের কেউ কেউ বলল, আগুন থেকে পরিত্রাণের জন্যই তো আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ করেছি। তাহলে কি আমরা (অবশেষে) আগুনেই প্রবেশ করব? তাঁদের এসব কথোপকথনের মাঝে হঠাৎ আগুন নিভে যায়। আর তাঁর (আমীরের) ক্রোধও অবদমিত হয়ে পড়ে। এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বর্ণনা করা হলে, তিনি বললেন, যদি তারা তাতে প্রবেশ করতো, তাহলে কোন দিন আর এর থেকে বের হতো না। জেনে রেখো! আনুগত্য কেবলমাত্র বিধিসঙ্গত কাজেই হয়ে থাকে (Al-Bukhārī 1999, 1230, 7145)।

(গ) ধর্ষিতা হওয়ার আশঙ্কায় আত্মহত্যা

যদি কোনো মুসলিম নারী শত্রু কর্তৃক তার ইজ্জতের ওপর হামলা করার আশংকা করে, তবুও তার জন্য আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া ঠিক হবে না। আর এই অন্যায়ের পাপ তার উপর বর্তাবে না। কেননা সে নিরূপায় হয়ে তা করতে বাধ্য হয়েছে। এ সম্পর্কে সৌদি সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের স্থায়ী ফতোয়া হলো- لا يجوز لها أن تقتل نفسها، ولو خافت أن يقع بها ما ذُكر قهرا، وهي معذورة إن حصل ما خافت دون رضاها অর্থাৎ 'তার জন্য আত্মহত্যা করা জায়িয নয়; যদিও তার সঙ্গে জোরপূর্বক উল্লেখিত কিছু ঘটার আশঙ্কা করে। সে যা আশঙ্কা করছিলো তা যদি তার ইচ্ছার বাইরে সংঘটিত হয়; তাহলে সে নির্দোষ

বলে গণ্য হবে।' পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, কোনো অবস্থাতেই ধর্ষণ থেকে বাঁচতে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়ার সুযোগ নেই। বরং সর্বশক্তি দিয়ে এ মহামারী ধর্ষণ ও ব্যভিচার থেকে নিজেকে রক্ষার চেষ্টা অব্যাহত রাখা জরুরী। (https://www.islamweb.net/en/ F.334744)।

(ঘ) অসুস্থতার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভের জন্য আত্মহত্যা: কোন ব্যক্তি যদি অসুস্থতার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় তবুও তা আত্মহত্যা হিসাবে পরিগণিত হবে এবং কবীরা গুনাহ্র পাপী হবে বণিত আছে-

إِنَّ رَجُلاً مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَمَّا آذَتْهُ انْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَنَكَأَهَا فَلَمْ يَرْقَإِ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ قَالَ رَبُّكُمْ قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِى وَاللَّهِ لَقَدْ حَدَّثَنِى بِهَذَا الْحَدِيثِ جُنْدَبٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِى هَذَا الْمَسْجِدِ

তোমাদের আগের যুগের এক ব্যক্তির ফোঁড়া হয়েছিল। ফোঁড়ার যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় সে তার তূণ থেকে একটি তীর বের করল আর তা দিয়ে আঘাত করে ফোঁড়াটি চিরে ফেলল। তখন সেখান হ'তে সজোরে রক্তক্ষরণ শুরু হল, অবশেষে সে মারা গেল। তোমাদের প্রতিপালক বলেন, আমি তার উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। তারপর হাসান আপন হাত মসজিদের দিকে প্রসারিত করে বললেন, আল্লাহ্র কসম, জুন্দুব (ইবনু আব্দুল্লাহ বাজালী) এ মসজিদেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীসটি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন' (Muslim, 1998, 62, 307)।

(ঙ) যুদ্ধের মাঠে আত্মহত্যা: যুদ্ধের মাঠে শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচতে অথবা আঘাতের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভে আত্মহত্যা করাও মহাপাপ। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدَّعِى الإِسْلاَمَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالاً شَدِيدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، الَّذِى قُلْتَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالاً شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى النَّارِ قَالَ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدًا فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنِّى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَنَادَى بِالنَّاسِ إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ -

আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এক যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি ইসলামের দাবিদার এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, এ ব্যক্তি জাহান্নামী অথচ যখন যুদ্ধ শুরু হ'ল, তখন সে লোকটি ভীষণ যুদ্ধ করল এবং আহত হ'ল। তখন বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে লোকটি সম্পর্কে আপনি বলেছিলেন, সে লোকটি জাহান্নামী। আজ সে ভীষণ যুদ্ধ করেছে এবং মারা গেছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে জাহান্নামে গেছে। রাবী বলেন, একথার উপর কারো কারো অন্তরে এ বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টির উপক্রম হয় এবং তারা এ সম্পর্কিত কথাবার্তায় থাকাবস্থায় সংবাদ এল যে, লোকটি

মরে যায়নি বরং মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। যখন রাত্রি হল, সে আঘাতের কষ্টে ধৈর্যধারণ করতে পারল না এবং আত্মহত্যা করল। তখন নবী করীম ﷺ-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছানো হল, তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবার! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার বান্দা এবং তাঁর রাসূল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল রা. কে আদেশ করলেন, তখন তিনি লোকদের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, মুসলমান ব্যতীত কেউ বেহেশতে প্রবেশ করবে না। আর আল্লাহ তা'আলা (কখনো) এই দীনকে মন্দ লোকের দ্বারা সাহায্য করেন' (Muslim 1998, 61, 305)।

(চ) আত্মঘাতি বোমা হামলায় আত্মহত্যা: ইসলামে আত্মহত্যা করা মহাপাপ বা কবীরা গোনাহ। আত্মহত্যাকারী ও আত্মঘাতী হামলাকারীর পরিণতি হলো জাহান্নাম। আত্মঘাতী হামলা করে নিজেকে হত্যা করা জাহান্নামের পথই প্রশস্ত করে। আত্মঘাতী হামলায় দেখা যায়, যাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে হামলা করা হয়, তার মৃত্যু নিশ্চিত না হলেও হামলাকারীর মৃত্যু নিশ্চিত। আত্মঘাতী হামলার এ পদ্ধতি শরীয়তের দৃষ্টিতে আত্মহত্যার শামিল। ইসলামী শরীয়তের বিধান মতে, আত্মঘাতী হামলা করা এবং অন্যায়ভাবে অন্যকে হত্যা করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। সুতরাং আত্মঘাতী হামলার সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। এ ধরনের জঘন্য অপরাধে যারা জড়িত, তারা এপার-ওপারে আল্লাহর কঠিন আযাবে পতিত হবে। শায়খ নাসির উদ্দীন আল-আলবানী, মুহাম্মদ ইবনু সালিহ আল উছাইমীন, আব্দুল্লাহ বিন বায, আব্দুল আযীয আলে শায়খ, ছালেহ বিন ফাওযান, আব্দুল আযীয রাজিহী প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম আত্মঘাতী হওয়াকে আত্মহত্যা বলে গণ্য করেছেন' (https://islamqa.info/ar/answers/)।

(ছ) আত্মহত্যাকারীর জানাযা: ইসলামে আত্মহত্যা করা কবীরা গুনাহ্। আত্মহত্যাকারী ফাসেক, তবে আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়া যাবে। কিন্তু বিশিষ্ট আলিম ও বুযুগ ব্যক্তিবর্গ তার জানাযায় শরীক হবেন না। অন্যরা সালাত পড়বেন। কারণ আত্মহত্যাকারীর জানাযা রাসূল ﷺ পড়েননি (Al Tirmidi 1999, 256, 1068)। মুজতাহিদ ইমামগণ আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়া নিয়ে একটি হাদীসকে উদ্ধৃত করে নিম্নোক্ত মতামত ব্যক্ত করেছেন- হাদীসে এসেছে, জাবির ইবনু সামুরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

জনৈক ব্যক্তি আত্মহত্যা করলো, নবী করীম ﷺ তাঁর সালাতুল জানাযা আদায় করেননি।

অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম আবু ঈসা আত-তিরমিযী রহ. বলেন-

واختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم يصلى على كل من صلى إلى القبلة وعلى قاتل النفس وهو قول الثوري وإسحق وقال أحمد لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام

এই বিষয়ে আলিমগণের মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন আলিম বলেন, আত্মহত্যাকারীসহ যে কোন কিবলামুখী ব্যক্তির (অর্থাৎ মুমিনের) সালাতুল জানাযা

আদায় করা হবে। এ হল সুফইয়ান ছাওরী ও ইসহাক রহ.-এর অভিমত। ইমাম আহমদ রহ. বলেন, ইমামুল মুসলিমীন আত্মহত্যাকারীর জানাযার সালাত আদায় করবেন না, তবে অন্যরা তা আদায় করবে' (Al Tirmidi 1999, 256, 1068)। অর্থাৎ সমাজের অনেকে মনে করেন, কেউ আত্মহত্যা করলে তার বুঝি জানাযা পড়া যাবে না। কিন্তু আত্মত্যাকারীর জানাযায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অংশগ্রহণ না করার হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী রহ. বলেন -

وفي هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي، وقال الحسن والنخعي وقتادة، ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: يصلى عليه، وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي ﷺ لم يصل عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله وصلت عليه الصحابة.

এ হাদীসকে তাঁরা প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন, যাঁরা আত্মহত্যাকারীর অপরাধের কারণে তার জানাযা পড়া হবে না বলে মত দেন। এটি উমর বিন আব্দুল আযীয ও আওযাঈ রহ.-এর মত। তবে হাসান বসরী, ইবরাহীম নাখঈ, কাতাদাহ, মালিক, আবূ হানীফা, শাফেঈ ও সকল বিজ্ঞ আলিমের মতামত হল, তার জানাযা পড়া হবে। উপরিউক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় তাঁরা বলেন, নবী করীম ﷺ মূলত অন্যদেরকে এ ধরনের মন্দ কাজ থেকে সতর্ক করার জন্যই আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়ানো থেকে বিরত থেকেছেন। আর সাহাবীগণ তাঁর স্থলে এমন ব্যক্তির জানাযা পড়েছেন' (Al-Nawawī 1994, 7/47)।

(২) আত্মহত্যার পরকালীন বিধান

আত্মহত্যা করা মহাপাপ। ইসলামী শরী'আত সর্বদাই এই পাপ করার প্রতি সতর্ক করেছে। কেননা এটি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যেমন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে যে জিনিস দ্বারা আত্মহত্যা করবে, ক্বিয়ামতের দিন সে জিনিস দিয়েই তাকে আযাব দেওয়া হবে' (Al-Bukhārī 1999, 1056,6047)।

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزِعَ فَأَخَذَ سِكِّينًا، فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে একজন লোক আঘাত পেয়েছিল তাতে কাতর হয়ে পড়েছিল। এরপর সে একটি ছুরি হাতে নিল এবং তা দিয়ে সে তার হাতটি কেটে ফেলল। ফলে রক্ত আর বন্ধ হল না। শেষ পর্যন্ত সে মারা গেল। মহান আল্লাহ বললেন, আমার বান্দাটি নিজেই প্রাণ দেয়ার ব্যাপারে আমার চেয়ে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করল (অর্থাৎ সে আত্মহত্যা করল)। কাজেই, আমি তার উপর জান্নাত হারাম করে দিলাম' (Al-Bukhārī, 1999, 583, 3463)।

আত্মহত্যা প্রতিকারে ইসলামী দিক নির্দেশনা

মানুষের জীবন বৈচিত্র্যময় ও পরিবর্তনশীল। ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন সর্বত্রই পরিবর্তন হতে থাকে। দুঃখ-দুর্দশা, দারিদ্র,

অভাব-অনটন, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, সচ্ছলতা, প্রাচুর্য, সুস্থতা, অসুস্থতা, ইত্যাদি নিয়েই মানুষের জীবন। কখনো আসে বিজয়, আবার কখনো আসে পরাজয়। কখনো আসে সম্মান আবার কখনো দেখা দেয় অসম্মান। এ পৃথিবী সমস্যাসঙ্কুল, নিরবচ্ছিন্ন সুখের জায়গা নয়। ভালো-মন্দের সকল পুরস্কার বা শাস্তি পৃথিবীতে দেয়া হয় না। তাই পূণ্যবানরাও অনেক সময় দুনিয়ায় কষ্ট পেতে পারে। তাই আমাদের করণীয় হলো:

ক. আত্মহত্যা সংক্রান্ত আল্লাহ্ কর্তৃক ঘোষিত শাস্তিগুলো স্মরণে রাখা: মানুষের জীবন-মৃত্যু আল্লাহ্র হাতে নির্ধারিত। এই সময়ের কোন পরিবর্তন হবে না। মহান আল্লাহ্ বলেন,

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একটি সময়সীমা রয়েছে। যখন তাদের সেই মেয়াদ এসে যাবে, তখন সেখান থেকে এক মুহূর্ত পিছাবেও না আগাবেও না (Al- Qur᾽ān , 7:34)। এরপরেও আল্লাহ তা'আলা নিজের জীবন নিজে কেড়ে নেয়া তথা আত্মহত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

খ. জীবনের মূল্যায়ন করা ও মৃত্যু কামনা না করা: মৃত্যুর স্বাদ প্রত্যেককেই গ্রহণ করতে হবে, তবে কোন অবস্থাতেই মৃত্যু কামনা করা যাবে না। হাদীসে এসেছে, আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন,

لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِى مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِى وَتَوَفَّنِى إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِى .

তোমাদের কারো কোন বিপদ বা কষ্ট হলে সে যেন মৃত্যু কামনা না করে। যদি কেউ এরূপ করতে চায়, সে যেন বলে; হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে জীবিত রাখ যতক্ষণ পর্যন্ত জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর এবং যখন আমার জন্য মৃত্যু কল্যাণকর তখন আমাকে মৃত্যু দাও (Al-Bukhārī, 1999, P.1004, 5671)।

গ. তাক্বদীরে বিশ্বাস করা: তাক্বদীরে বিশ্বাস করা ঈমানের অংশ। প্রতিটি মু'মিনের জন্য তাক্বদীরে বিশ্বাসী হওয়া জরুরী। কেননা তাক্বদীরে যা লেখা আছে তা ঘটবেই। এটা মেনে নিতে হবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا 'তুমি বল, আল্লাহ্ আমাদের ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন, তা ব্যতীত কিছুই আমাদের নিকট পৌঁছবে না' (Al- Qur᾽ān, 9:51)।

ঘ. আল্লাহর উপর আস্থা রাখা: আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হন' (Al- Qur᾽ān, 65:3)।

ঙ. ধৈর্য ধারণ করা: বিপদে ধৈর্য ধারণ করার বিকল্প নেই। মহান আল্লাহ্ বলেন, ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ 'নিঃসন্দেহে ধৈর্যশীলগণ তাদের পুরস্কার পাবে অপরিমিতভাবে' (Al- Qur᾽ān, 39:10)।। মহান আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন, ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ- الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ-أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾- 'আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ

দাও। যাদের কোন বিপদ আসলে তারা বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁর দিকে ফিরে যাব। তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে রয়েছে অফুরন্ত দয়া ও অনুগ্রহ। আর তারাই হল সুপথপ্রাপ্ত' (Al- Qur᾽ān, 2:155-157)। মহান আল্লাহ্ আরো বলেন,﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا- إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ 'অতঃপর নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে (Al- Qur᾽ān, 94:5-6)।

চ. রাগ নিয়ন্ত্রণ করা: অতিরিক্ত রাগ মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। রাগ যে কোন মূল্যে সংবরণ করতে হবে। হাদীসে এসেছে, আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ প্রকৃত বীর সে নয়, যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়। বরং সে-ই আসল বীর, যে রাগের মুহূর্তে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে' (Al-Bukhārī, 1999, P.1066, 6114)।

ছ. আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া: মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

বল, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান (Al- Qur᾽ān, 39:53)।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ﴾

বরং তিনি, যিনি নিরুপায়ের আহবানে সাড়া দেন এবং বিপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে যমীনের প্রতিনিধি বানান (Al- Qur᾽ān, 27:62)।

জ. ইসলামী শিক্ষা এবং দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের বাস্তবানুশীলন করা: সমাজ থেকে আত্মহত্যা নির্মূলে প্রথমত দরকার পুরো সমাজ ব্যবস্থায় ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের বাস্তব অনুশীলন। কারণ, মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় হতাশার চরম মুহূর্তে। আর প্রকৃত মুসলিমের জীবনে হতাশার কোনো স্থান নেই। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যাবতীয় ভালো-মন্দ সবই আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন এবং আল্লাহ যা-ই করেন বান্দার তাতে কোনো না কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে, সে কখনো নিজের জীবন প্রদীপ নিজেই নিভানোর মত হঠকারী সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সে হাজার বিপদেও অবিচল থাকবে এ বিশ্বাসে যে, আল্লাহ্ আমাকে পরীক্ষা করছেন। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অবশ্যই তিনি আমাকে পুরস্কৃত করবেন। তাই আত্মহত্যা প্রতিরোধে সর্বাবস্থায় দরকার ইসলামী শিক্ষা এবং দৈনন্দিন জীবন ইসলামের বাস্তবানুশীলন।

ঝ. পরিবার, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংগঠনের ভূমিকা: আত্মহত্যা মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পরিবারের। এরপর

আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংগঠনের ভূমিকা রয়েছে। আত্মহত্যার মতো মনস্তাত্ত্বিক-সামাজিক ব্যাধি নিরসনে এদের প্রত্যেকের সাহায্য প্রয়োজন। সমাজে মানুষ যতবেশি নিজেকে আত্মীকরণ করবে সে ততবেশি সমাজমুখী ক্রিয়াকর্মে নিয়োজিত হবে। পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় আদর্শ ও মূল্যবোধ মানুষকে জীবনমুখী করে। জীবনের অর্থ অনুধাবন করতে শেখায়। ফলে মানুষের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। অপ্রতুল অর্থের মধ্যে থেকেও সুনিবিড় পারিবারিক বন্ধন ও পারস্পরিক সহমর্মিতা সন্তানের নিজের জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতে সাহায্য করে। সে পরিবারের ও সমাজের একজন অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে নিজেকে ভাবতে শুরু করে। ফলে সমাজে তার জীবন অর্থবহ হবে, অর্থহীন হবে না। তাই আত্মহত্যা নয়, আত্মরক্ষার জন্য পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের করণীয় হলো-

- **পরিবারের করণীয়ঃ** আত্মহত্যা প্রতিরোধে পরিবারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আত্মহত্যার প্রবণতা কমিয়ে আনতে শিশুকাল থেকেই মা-বাবার আন্তরিক আচরণ এবং বন্ধুদের কোন আচরণ তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে কিনা, তাদের আচার-আচরণে কোন পরিবর্তন হচ্ছে কিনা তা বাবা-মাকেই বুঝতে হবে, বোঝার চেষ্টা করতে হবে। বাবা মায়ের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ সন্তানের আত্মবিশ্বাস বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। একই সাথে সে পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল হয়। জীবনে সফলতা যেমন আসবে তেমনি ব্যর্থতাও থাকবে। সন্তানকে ছোটবেলা থেকে ব্যর্থতা মেনে নিয়ে জীবনে এগিয়ে যাবার সাহস দিতে হবে।

- **সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ** নগরায়ন ও শিল্পায়নের প্রভাবে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে মানুষ। ভাঙছে পারিবারিক কাঠামো আর কমছে সামাজিক বন্ধন। পারিবারিক বন্ধন বাড়ানো, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, অনেকে মিলে খেলা যায়– এমন খেলাধুলার সুযোগ বৃদ্ধি, সেই সঙ্গে ধর্মাচরণ মেনে চলা, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, আত্মহত্যার প্রবণতা আছে- এমন ব্যক্তির সাথে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রাখতে হবে, তাদের সময় দিতে হবে এবং তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে।

- **আত্মহত্যা প্রতিকারে রাষ্ট্রের করণীয়ঃ** মানসিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে মাধ্যমিক স্তরে আত্মহত্যার শাস্তি ও আত্মহত্যার কুফল বিষয় সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত করা। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ও মনোবিজ্ঞানী নিয়োগ দেয়া। খোলা বাজারে কীটনাশক বিক্রি বা চিকিৎসাপত্র ছাড়া ঘুমের ওষুধ বিক্রি করার ব্যাপারে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা। শ্রীলঙ্কায় কীটনাশকের ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে ১৯৯৫-২০০৫ এই এক দশকে আত্মহত্যার হার অর্ধেকে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। মিডিয়ায় আত্মহত্যার সংবাদ প্রচারে আরও সতর্কতা অবলম্বন করে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনে বাধ্য করা। আত্মহত্যার উপকরণের সহজপ্রাপ্তি রোধ করা-

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশে আত্মহত্যার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে কীটনাশক ও বিভিন্ন ধরনের পিল। কীটনাশকের বিক্রি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং কৃষকের বাড়িতেও তা এমন জায়গায় রাখতে হবে যাতে সহজে কেউ তার নাগাল না পায়। সেই সঙ্গে প্রেসক্রিপশন ছাড়া সব ধরনের ওষুধ বিক্রি বন্ধ করার কার্যকরী উদ্যোগ নিতে হবে।

- **মিডিয়ার ভূমিকাঃ** আত্মহত্যার কৌশল ও মাধ্যম নিয়ে ফলাও করে পত্রিকায় বা টিভিতে সংবাদ প্রচার হলে ওই কৌশলে আত্মহত্যা করার হার বেড়ে যেতে পারে। অস্ট্রিয়ায় ১৯৮৪ সাল থেকে সাব-ওয়েতে ট্রেনের সামনে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যার খবর নতুন পদ্ধতি হিসেবে ব্যাপক প্রচার পেতে থাকে। এতে করে এই পদ্ধতিতে আত্মহত্যার হার এমন উদ্বেগজনক হারে বাড়তে থাকে যে 'অস্ট্রিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর সুইসাইড প্রিভেনশন' এ ধরনের রিপোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করে। এই প্রচারণা শুরুর ছয় মাসের মধ্যে সাব-ওয়েতে আত্মহত্যার হার অনেক কমে আসে। তাই আত্মহত্যার খবর পরিবেশনের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে সংশ্লিষ্ট সবাইকে। আত্মহত্যার সংবাদ মিডিয়ায় কীভাবে প্রকাশিত-প্রচারিত হবে সে বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি নীতিমালা রয়েছে, যা মেনে চলা সব প্রচার মাধ্যমের জন্য জরুরি।

- **ঝুঁকিপূর্ণ শ্রেণির প্রতি বিশেষ সহায়তাঃ** মাদকাসক্ত ব্যক্তি, মানসিক রোগী, অভিবাসী, বেকার ও সাংস্কৃতিকভাবে শ্রেণিচ্যুতদের মধ্যে আত্মহত্যার হার বেশি। এ কারণে তাদের প্রতি বিশেষ সহায়তা কার্যক্রম চালানো প্রয়োজন।

- **মানসিক রোগ শনাক্ত ও চিকিৎসাঃ** গবেষণায় দেখা যায়, আত্মহত্যাকালীন ৯৫ শতাংশ মানুষের মধ্যে মানসিক অসুস্থতা বিরাজ করে। বিষণ্ণতা, মাদকাসক্তি, ব্যক্তিত্বের বিকার, সিজোফ্রেনিয়াসহ নানাবিধ মানসিক রোগের দ্রুত শনাক্তকরণ ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারলে বহু আত্মহত্যা কমানো যাবে। মানসিক রোগের অপচিকিৎসা বন্ধেও পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

- **নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষাঃ** আমাদের দেশে যৌতুক, পারিবারিক নির্যাতন এবং উত্ত্যক্তকরণের ফলে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে। এসব কারণ দূর করার জন্য প্রয়োজন ধর্মীয় শিক্ষা। নারীর প্রতি নারী-পুরুষ সবার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করাও আত্মহত্যা প্রতিরোধের অন্যতম উপায় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

- **বিশেষ পরামর্শ সেবাঃ** যাঁরা আত্মহত্যার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন (ছাত্রী, নববিবাহিত বা বিবাহযোগ্য বয়সের তরুণী, দরিদ্র জনগোষ্ঠী, মাদকসেবী, মানসিক রোগী, পারিবারিক নির্যাতনের শিকার যাঁরা) তাঁদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বা এলাকাভিত্তিক বিশেষ পরামর্শ সেবাপ্রাপ্তির সুযোগ থাকতে হবে। যেখানে আত্মহত্যা প্রতিরোধে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক বা কাউন্সিলররা সবাইকে সাধারণভাবে আত্মহত্যা প্রতিরোধের বিষয়াদি সম্পর্কে পরামর্শ দেবেন, পাশাপাশি কারো মধ্যে আত্মহত্যার চেষ্টা বা ইচ্ছা দেখা দিলে তা রোধ করার উদ্যোগ নেবেন।

➢ **সার্বক্ষণিক টেলিফোন সহায়তা:** জাতীয় পর্যায়ে সার্বক্ষণিক টেলিফোনে সাহায্য পাওয়ার সুযোগ থাকতে হবে। কারো মধ্যে আত্মহত্যা করার ইচ্ছা জন্মালে বা জীবনে বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটলে তিনি যেন এই বিশেষ নম্বরগুলোতে ফোন করে সুপরামর্শ পান। এই টেলিফোনগুলোর সাহায্যকারী প্রান্তে সব সময় থাকবেন 'মনোচিকিৎসক-কাউন্সিলর, মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট, বিজ্ঞ আলেম, আইনজীবী-পুলিশ-সমাজকর্মী' সমন্বয়ে গঠিত একটি টিম, যাঁরা সাহায্য প্রার্থনাকারী ব্যক্তিকে দ্রুত সময়ের মধ্যে টেলিফোনে বা সরাসরি উপস্থিত হয়ে আত্মহত্যার পথ থেকে ফেরাবেন ও মানসিক বিপর্যয়ের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা দেবেন। প্রয়োজনে আইনি সহায়তাও দেবেন। পশ্চিমা দেশগুলোতে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে এ ধরনের টেলিফোন সার্ভিস চালু আছে। সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে কার্যকরী এই পদ্ধতি শুরু করা যেতে পারে।

➢ **তরুণ যুবসামাজের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা এবং তাদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা:** তাদেরকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা, খেলাধুলা, শরীর চর্চা, সুস্থ বিনোদন ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

সুপারিশমালা (Recommendations)

গবেষণার আলোকে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা তুলে ধরা হল:

১. মানসিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ও মনোবিজ্ঞানীর সহায়তা নেয়া। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি চালু করা।

২. আত্মহত্যার প্রচেষ্টাকারী ব্যক্তি ও তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রাখা, তাদের কথা মনোযোগের সঙ্গে শোনা ও তাদের পাশে দাঁড়ানো।

৩. আত্মহত্যা প্রচেষ্টাকারীর সব সময় নিজেকে মেরে ফেলার ইচ্ছা না-ও থাকতে পারে। আবার আত্মহত্যার প্রচেষ্টায় অসফল ব্যক্তি তার ইচ্ছার কথা গোপনও করতে পারে। এ জন্য আত্মহত্যার প্রচেষ্টাকে সব সময় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে এর মানসিক অবস্থার পর্যবেক্ষণ ও সমস্যা নিরূপণ করে সময়মতো চিকিৎসা প্রদান করা।

৪. মিডিয়ায় আত্মহত্যার সংবাদ প্রচারে আরো সতর্কতা অবলম্বন করে আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এরই মধ্যে মিডিয়ায় আত্মহত্যার সংবাদ প্রচারে বিশেষ গাইডলাইন প্রণয়ন করেছে। এটি অনুসরণ করায় হংকংয়ে আত্মহত্যার হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এ নীতিমালায় আত্মহত্যার সংবাদ প্রচারে নাটকীয়তা পরিহার, হেডলাইন ও কাভার পেজে সংবাদ না ছাপা, ব্যক্তির ছবি পরিহার, বিখ্যাত ব্যক্তির ক্ষেত্রে আত্মহত্যার খবর মৃত্যু সংবাদ হিসেবে দেয়া, মানসিক ও শারীরিক কারণে আত্মহত্যা করে থাকলে সেটি উল্লেখ করা ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে। গণমাধ্যম ব্যবস্থাপকদের উচিত, এসব বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং

সাংবাদিকতার নীতিমালায় আত্মহত্যার সংবাদ পরিবেশনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা, যা আত্মহত্যা প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। আত্মহত্যার ভয়াবহতা ও ইসলামে এর কঠোর শাস্তির কথা মিডিয়ায় প্রচার করা।

৭. বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী আত্মহত্যা প্রচেষ্টাকারীর পুনর্বাসন ও চিকিৎসা নিশ্চিত করা, সবার মানসিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। ক্লিনিক্যাল সাইকোলোজিস্টসহ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়ানো। সর্বোপরি আত্মহত্যা প্রতিরোধে সবাইকে এ ব্যাপারে সজাগ ও সতর্ক থাকা। বেশিরভাগ আত্মহত্যা সংঘটিত হয় অন্তত একজন পাশে থাকার মানুষের অভাবে। বেশিরভাগ আত্মহত্যাপ্রবণ মানুষের মধ্যে এই উপলব্ধি থাকে না যে তাদের চিন্তা ভাবনা আসলে সীমাবদ্ধ এবং তাদের সাহায্যের প্রয়োজন। একজন বন্ধু, পরিবারের সদস্য বা পরিচিত যে কেউ বিষণ্নতার মধ্যে দিয়ে যাবার সময় আমাদের তার পাশে দাঁড়ানো উচিত। তার সাথে জীবনের আশাব্যঞ্জক দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করা উচিত; কিংবা প্রয়োজনে কিছুই না বলে শুধু তার কথা শোনা উচিত। শুধু কয়েকটা নিশ্চুপ মুহূর্তও একজন মানুষের জীবন বাঁচিয়ে দিতে পারে।

উপসংহার (Counclusion)

আত্মহত্যা থেকে বাঁচতে শয়তানের প্ররোচণা থেকে বাঁচতে হবে, ধর্মীয় রীতিনীতি যেমন সালাত, রোযা, দুআ-ইস্তিগফার, দান-খয়রাত, সদাচরণ ইত্যাদি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বিপদে ধৈর্যধারণে অবিচল থেকে আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করার প্রেরণা তিনিই মানুষকে দান করেছেন। তাই বিপদে ধৈর্য ধারণ করে প্রতিকূল অবস্থা উত্তরণ করতে চেষ্টা করা ও আল্লাহ্‌র উপর আস্থা রাখা যে, তিনি অনুকূল অবস্থা ফিরিয়ে দিতে পারেন। মুসলিম পরিবার ও সমাজ জীবনে আত্মহত্যার মতো মহাপাপ থেকে সর্বস্তরের নর-নারী ও সন্তানসন্ততির বেঁচে থাকার জন্য ইসলামের বিধিবিধান ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলাই সর্বোত্তম পন্থা।

Bibliography

Al- Qurʾān Al Karīm

Aḥmad Mukhtār ‘Umar, 2008, *Mu‘Jam Al-Lugha Al-‘Arabīya Al-Mu‘Āṣara* , Cairo, Alamul Kutub, P.3/2177

Al Mawsū'a Al Fiqhiyya Al Kuwaitiya, 1427h, Ministry Of Religion And Awqaf Affairs, Kuwait, P.6/281

Al Ṭawwāb, Sayyid Maḥmūd , 2008, *Al-Ṣiḥḥa Al-Nafsiyya Wa Al Irshād Al-Nafsī*, Alex Book Center, Alexandria, Egypt.

Al-Bukhārī, Abū ‘Abdulluah Muḥammad Ibn Ismā’îl , 1995, *Al-Jami Al-Sahih*, Riyāḍ: Dār Al-Salām

Al-Dabbāgh, Fakhrī Muḥammad Ṣāliḥ ,1988, *Al-Mawtu Ikhtiyāran,* Dārul Taliah For Printing & Publishing, Bairut, P. 45

Al-Nawawī , Abū Zakariyyā Yaḥyā Ibn Sharaf, 1994, *Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥiḥ Muslim*, Dār Al-Maʿ Rifa , Bairūt, P.7/ 47.

Al-Tirmīdhī, Abū ʿĪsā Muḥammad Ibn ʿĪsā , 1999, *Jāmi` At Tirmīdhī,* Riyāḍ: Dār Al-Salām, P. 257.

Hossain , Md Altaf, 1996, *Penal Code-1860*, Dhaka: City Law Books, P. 243 & P. 241

Http://Bdlaws.Minlaw.Gov.Bd/Act-835/Section-32524.Html

Https://Bn.Wikipedia.Org/Wiki

Ibn Manẓūr , Jamāl Al-Dīn Abū Al-Faḍl Muḥammad Ibn Mukarram Ibnʿ Alī Ibn Aḥmad , 2003, *Lisān Al-ʿArab*, Cairo, Dārul Ḥadīth, P.5/75

Ibrāhīm ,ʿAbd Al-Raḥmān Al-Sharqāwī, 1991, *Al-Mukhaddirāt Ăfatul 'Asr*, Matabe Al-Kuwait, Kuwait, P. 252

Khālid Sa'Ūd Al-Bishr, 2000, *Mukāfaḥatul Jarīma Fi Al-Mamlaka Al-'Arabiyya Al-Sa'ūdiyya ,* Nayef Arab University For Security Science, Riyāḍ, P. 399-400

Muslim , Abū Al-Ḥusain Muslim Ibn Al-ḥajjāj Al-Qushairī ,1997, *Al-Musnad Al-Ṣaḥiḥ,* Riyaḍ: Dār Al-Salām, P. 62, 61 & 61-62

Nayadiganta, Feb.27, 2019; Sep.11, 2021, P.7

Shakil , Tanvir Niyaz, 2017, *Attohotta Dharma O Darshone*, Dhaka: Prokriti, P.13

Shuraim, Raghda 2009, *Saikūlūjīya Al-Murāhaqa* . 'Ammān : Dārul Masīra .

The World Report, 2010, World Health Organization

V.11: 16-05-2022

V.16: 10-05-2022

V.19: 17-06-2022

V.6: 10-05-2022

V26: 28-10-2021

www.alokito Bangladesh, Apr.27, 2021

www.dailynayadiganta.com/miscellaneous/607997/

www.*ekushey*-tv.com/, Dec.3, 2018

www.*islamqa*.info/ar/answers/

www.*islamweb.net/en/ F.334744*

www.*jagonews24*.com/special-reports/news/736502, Feb.4, 2022

www.prothomalo.com/bangladesh/capital/ Mar.13, 2021

* রেজিলিয়েন্স: আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার গুণাবলি

**إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة"

সংযুক্তি : প্রশ্নমালা

আত্মহত্যার কারণ ও ইসলামে এর প্রতিকার বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার জন্য আত্মহত্যা ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যগণের নিকট থেকে গবেষকের প্রতিনিধির মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে সাক্ষাতকারের জন্য প্রশ্নমালা

সেকশন: এ

নাম :--------------------------------------

ঠিকানা : -------------------------------------

পেশা : --------------------------------------

বয়স : --------------------------------------

লিঙ্গ : --------------------------------------

সেকশন: বি

আত্মহত্যা সম্পর্কিত তথ্যাদি

উন্মোক্ত প্রশ্নমালা

১) আপনার পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত? -------------------------------

২) আপনার পরিবারের কারও কি অকালে মৃত্যু হয়েছে? হয়ে থাকলে তার নাম কি? সে আপনার সম্পর্কে কি হয়? -----------------------------------

৩) কিভাবে তার এই মৃত্যু হলে বলবেন কি? ------------------------------

৪) কেন সে এই পথ বেছে নিল আপনারা কি জানেন? ---------------------

৫) আত্মহত্যার পূর্বে তার আচরণ কেমন ছিল? ---------------------------

৬) আত্মহত্যার পূর্বলক্ষন দেখা দেয়ার পর আপনারা তাকে কোন চিকিৎসা বা পরামর্শ দিয়েছিলেন? ---

৭) সে কি ধার্মিক বা নামাজ রোজা ইত্যাদি পালন করতো? ------------------

৮) আপনারা কি তাকে ধৈর্য ধারণ করে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে উপদেশ দিয়েছিলেন? --------------

৯) আপনার দৃষ্টিতে কি করলে তাকে এই পথ থেকে রক্ষা করা যেত? -------

১০) আত্মহত্যাচেষ্টাকারীকে আত্মহত্যার পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য কি করা উচিৎ? -------------------

প্রশ্নমালা

আত্মহত্যার কারণ ও ইসলামে এর প্রতিকার বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের সাক্ষাৎকারের প্রশ্নমালা

সেকশন: এ

নাম :--------------------------------------

ঠিকানা : -------------------------------------

পেশা : --------------------------------------

বয়স : --------------------------------------

লিঙ্গ : --------------------------------------

শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তর: -------------------------

সেকশন: বি

আত্মহত্যা সম্পর্কিত তথ্যাদি বিশ্লেষণ

উন্মোক্ত প্রশ্নমালা

১) বর্তমান বিশ্বে আত্মহত্যা সংঘটিত হওয়ার মূল কারণগুলো কি কি ?

----

২) বাংলাদেশে সাধারণত কি কি কারণে আত্মহত্যা সংঘটিত হয়ে থাকে?

----

৩) পরিসংখ্যান বলছে আত্মহত্যায় সফল থেকে ব্যর্থ হওয়ার সংখ্যাই বেশী, তাই আত্মহত্যা প্রতিকারে কি করা উচিৎ বলে মনে করেন?

----

৪) বিশ্বে মুসলিম দেশ থেকে অমুসলিম দেশে আত্মহত্যাকারীর সংখ্যা বেশী। তবে কি ইসলামী অনুশাসন মেনে চল্লে আত্মহত্যার সংখ্যা হ্রাস পেতে পারে বলে মনে করেন?

----

৫) আত্মহত্যাচেষ্টাকারীকে আত্মহত্যার পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য আপনার কি পরামর্শ থাকবে?